Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 622 - 628
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive
IF 8.111

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 622 - 628
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

সাম্প্রতিক সময়ের জনপ্রিয় বাংলা মৌলিক নাটক এবং দেবাশিস রায়

রূপম প্রামাণিক
সহকারী অধ্যাপক, কুলতলি ড. বি. আর. আম্বেদকর কলেজ
Email ID: pramanikrupam@gmail.com
0009-0007-9880-2659

Received Date 30. 03. 2026
Selection Date 07. 04. 2026

Keyword
Drama, Theater, Stage, Establishment, Production, Audience, Lighting, Mass Theater, New Theater.

Abstract
In the post-COVID landscape of Bengali theater, a new diversity of themes has emerged, accompanied by a distinct current of anti-establishment sentiment. Translations and stage adaptations of foreign plays are currently being produced to address issues concerning women's liberation, individual autonomy, and the actions of the government. Furthermore, in the context of challenging the establishment, revivals of Utpal Dutt's plays have gained significant prominence. Additionally, playwrights and directors such as Sourav Palodhi, Debesh Chattopadhyay, Sima Mukhopadhyay, Suman Mukhopadhyay, Anirban Bhattacharya, Kaushik Sen, and Debashish Roy are presenting their diverse repertoire of plays on stage. Among them, Debashish Roy's plays are currently enjoying the greatest appreciation from audiences on the Kolkata stage. In terms of both thematic content and theatrical form, he has positively distinguished himself from his contemporaries. Underlying this success is a history of long-standing dedication and perseverance. In this article, we shall explore these very aspects.

Discussion

প্রযোজনাভিত্তিক বাংলা থিয়েটার সার্থক রূপ পায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের হাতেই। ইতিপূর্বে বাংলায় যাত্রা-পাঁচালী-কীর্তন-কবিগানের পথ ধরে নাট্যআঙ্গিকের স্বাদ গ্রহণ করতেন বাংলার মানুষ। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর বাংলা থিয়েটারে প্রযোজনার কাজে একটা ভাটা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ তার বিখ্যাত সব নাটকগুলি এই সময় লিখলেও প্রযোজনাভিত্তিক বাংলা থিয়েটার আবার নতুন উদ্যমে পথ চলতে শুরু করে গণনাট্য এবং তার পরবর্তী পর্যায়রূপে নবনাট্যের হাত ধরে। এই ধারার নাটকের অন্যতম তিন কৃতি নাট্যকার উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র এবং অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা বেরিয়ে এসে নিজের মতো করে নাটক করতে চাইলেন। তাদের অভিযোগ ছিল পেছনে চট টাঙিয়ে সামনে ডায়লগ বলার মধ্যে শিল্পগত দিক থেকে নাটকের সঙ্গে অনায্য হচ্ছে। একই সঙ্গে তাদের মূল প্রতিবাদ ছিল জনগণের কথা বলতে গিয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র আহত হচ্ছে অর্থাৎ সমষ্টির মধ্যেও ব্যক্তির নিজস্ব বক্তব্য থাকতে পারে এবং সেই হিসাবে ব্যক্তি উত্তরণের পথ বাতলে দিতে পারে। এই ধারণার বসবর্তী হয়েই শম্ভু মিত্র ভালো নাটক ভালো *ভাবে* করতে চাইলেন। যন্ত্রণাদগ্ধ রাজার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 622 - 628
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কাহিনি *অইদিপাউস*-এ, *পুতুল খেলায়* নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র, *চাঁদ বণিকের পালার* মধ্যেই তাঁর নিজের যন্ত্রণার পরিচয় পাই। উৎপল দত্ত বলতেন, যে নাটকের রাজনীতি ভুল তার সবই ভুল। তাঁর *সূর্য শিকার, ব্যারিকেড, টিনের তলোয়ার, ফেরারি ফৌজ, ঘুম নেই* সবই নির্দিষ্ট রাজনীতির বয়ান নিয়ে উপস্থিত হয় দর্শকের সামনে। আর এই দুই ধারার সঙ্গে সমান্তরালভাবে বিদেশি নাটকের পসরা সাজিয়ে বসেছেন আজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিকে তিনি ব্রেখটের নাটকের অনুবাদ করেছেন। একই সঙ্গে পিরানদেল্লোর নাটকের অনুবাদ করেছেন। এই নিয়েই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তার মতবিরোধ চরমে ওঠে। তার এই সময়ের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি *দ্য চেরি অর্চার্ড* অবলম্বনে *মঞ্জরি আমের মঞ্জরি,* পিরানদেল্লো অবলম্বনে *শের আফগান,* রুটস অবলম্বনে *যখন একা* এবং সফোক্লেশের *আন্তিগোনে*।

যদিও আমাদের আলোচ্য বিষয় কোভিড পরবর্তী প্রয়োজনাভিত্তিক নির্বাচিত কিছু থিয়েটার। কিন্তু সাধারণ পাঠকের স্মরণে থাকার জন্য আমরা পূর্ববর্তী নাট্যত্রয়ীর পরবর্তী সময়ের থিয়েটার ওয়ালাদের নামগুলি স্মরণে রাখতে চাইব। এই নাট্যত্রয়ীর পরবর্তী সময়ে উল্লেখ্যযোগ্য কাজ যাঁরা করেছেন, তাঁরা হলেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত অরুণ মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, মায়া ঘোষ, অশোক মুখোপাধ্যায়, অসিত বসু, মোহিত চট্টোপাধ্যায় এবং মনোজ মিত্র। আশির দশক থেকে নাটকের নতুন পথ দেখালেন মেঘনাথ ভট্টাচার্য, রমাপ্রসাদ বণিক, বিপ্লব কেতন চক্রবর্তী, শাঁওলি মিত্র, সোহাগ সেন, চন্দন সেন, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়চৌধুরী, অঞ্জন দত্ত এবং ঊষা গাঙ্গুলী। একুশ শতকের শুরুর দিক থেকে বাংলা নাটকে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে এখনো অনেকে কাজ করে চলেছেন তাঁরা হলেন ব্রাত্য বসু, উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, তীর্থঙ্কর চন্দ, কৌশিক সেন, সুমন মুখোপাধ্যায়, অর্পিতা ঘোষ, সীমা মুখোপাধ্যায়, কৌশিক চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ চট্টোপাধ্যায়। বর্তমান সময়ের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য পরিচালক সৌরভ পালোধী, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, জয়রাজ ভট্টাচার্য, অবন্তী চক্রবর্তী, রাকেশ ঘোষ, রাজীব বর্ধন, সুমন সেনগুপ্ত এবং দেবাশীষ রায়।

> "সাহিত্য, শিল্পের সব জায়গায় বক্তা এবং উপভোক্তার মধ্যে সম্পর্ক থাকে। কিন্তু লিখিত নাটকের ক্ষেত্রে অভিনয়ের মাধ্যমেই 'থিয়েটার ভ্যালু বজায় তাকে। লিখিত নাটক যখন রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দর্শকের সামনে আসে তখন নির্দেশক, রঙ্গমঞ্চের নানা উপকরণ, অভিনেতা-অভিনেত্রী, মঞ্চব্যবস্থা, রূপসজ্জা, দৃশ্যের সজ্জাব্যবস্থা, আলোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, উইংস-এর ব্যবস্থা, অভিনয় দক্ষতা, পরিচালকের নির্মাণ, নিয়ন্ত্রণ, অর্থলগ্নী, বিনিয়গের মানসিকতা, তৎকালিন দর্শকের নাটক উপভোগের মানসিক অবস্থা সমস্ত দিয়েই গড়ে ওঠে একটি সম্পূর্ণ থিয়েটার। একজন মঞ্চাধক্যের কাছে তার সাফল্যের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল দর্শকাসনের প্রফুল্লতা।"[১]

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে বেশ কিছু মৌলিক নাটক নিয়ে আমরা আলোচনা করব। রঙরূপ প্রযোজিত সীমা মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত তিনটি নাটক আমাদের আলোচ্য। প্রথম নাটকটি স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্প অবলম্বনে *স্পেয়ার পার্টস*। নাটকের মূলচরিত্র মধুসূদন বসাক নিজের চালাকির দ্বারা সাইকেলের স্পেয়ার পার্টসের ব্যবসা শুরু করে মানুষের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবসায় পোঁছেছে। মধুসূদন বিশ্বাস করে রাজনৈতিক নেতারা যদি গুন্ডা পুষতে পারে, তাহলে ব্যবসায়ীদেরও রাজনৈতিক নেতা পুষতে হয়। কমেডির মোড়কে এমনই এক সিরিয়াস বিষয়কে তুলে ধরেন নির্দেশক। গণতন্ত্র রক্ষার দায়িত্ব যাদের, তারাই যদি গণতন্ত্রকে হত্যা করে, তাহলে সাধারণ মানুষের কী করণীয়? এই প্রশ্নটিই সীমা মুখোপাধ্যায় সাধারণ দর্শকের উদ্দেশ্যে ছুড়ে দেন। ***স্বাহা*** নাটকটি সায়ন্তনী পূততুন্ডর গল্প অবলম্বনে সীমা মুখোপাধ্যায় নির্মাণ করেছেন। এক অবক্ষয়িত সমাজ, যাকে বারবার নাড়া দিয়েও জাগানো যায়নি, তাকে আবার নাড়া দেওয়া হল এই নাটকের মাধ্যমে। নারীকে দেবী কল্পনা করার অতিলৌকিকতায় যে দুর্বিষহ জীবন যন্ত্রণার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়, তারই রকম ফের জটাধারী মা। জটাধারী মা দেবী হওয়ার এই প্রথাকে মেনে নিয়েছে। কিন্তু, রোহিনী মানতে চাইল না, গর্ভাবস্থায় আত্মহত্যা করে সে। আর তাতেই মুক্তি ঘটে নতুন জটাধারী মা হতে চলা জল্পার। এক্ষেত্রে জল্পার মা সমস্ত কুসংস্কার এবং পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। জটাধারী মায়ের চরিত্রে সীমা মুখোপাধ্যায় নিজেই এছাড়াও অনন্য শংকর দেবভূতি এবং সুস্মিতা পানের অভিনয় সবার মন কেড়েছে। প্রয়োজনের কথাগুলি বলা, দৃঢ়তার সঙ্গে সময়ের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে রুখে

দাঁড়ানোর সাহস দেয় স্বাহা। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সার্ধশতবর্ষ উদযাপনে রঙরূপ প্রযোজনা করে রবীন্দ্রনাথ মৈত্রর বিখ্যাত নাটক *মানময়ী গার্লস স্কুল।* আজকের দিনের মত তৎকালীন সমাজে পেশা সংকটকে কেন্দ্র করে এই নাটকটির কথা বস্ত নির্মিত হয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নির্মল হাস্যরস। চাকরির অভাবে এক যুবক এবং এক যুবতী নিজেদের মিথ্যা স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিয়ে গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করতে যায়। সেখানে কীভাবে তারা সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং সেই সমস্যার সমাধান হয়, তা নিয়েই এই নাটকের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নারী শিক্ষার প্রতি তৎকালীন সমাজের চিন্তা-চেতনা। সুদীপ সিংহের গল্প অবলম্বনে দক্ষিণ দমদম সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের প্রযোজনায় পৃথ্বীশ রাণা নির্মাণ করেন *বাদাবন* নাটকটি। সুন্দরবনের ঝড়খালিতে বসবাস করে পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা কিছু মানুষজন। তাদের স্মৃতিতে ভেসে ওঠে মরিচঝাঁপির হত্যাকান্ড। একদিকে বাঘ কুমিরের সঙ্গে লড়াই, অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রশাসনিক হত্যায় তারা দিশেহারা। এই আবহেই গড়ে উঠেছে নাটকটি। এই নাটকে মাস্টার কাকার ভূমিকায় অনির্বাণ সরকারের অভিনয় এবং আলোকসজ্জায় অভ্র দাশগুপ্তর অবদান বাড়তি পাওনা। রবিশংকর বলের লেখা *চন্দ্রাহতের কুটিরকে* নাট্যরূপ দিয়েছেন উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। ডার্ক স্টুডিওর প্রযোজনায় নাটকটি নির্দেশনা করেছেন পৃথ্বীশ রাণা। এক নেশামুক্তি কেন্দ্রে একসঙ্গে বসবাস করে পুরুষ নারী। তাদের মধ্যে আজকের দিনের মনতোষ যেমন আছেন তেমন সপ্তদশ শতকের জাপানি কবি মাৎসুও বাসো পৌঁছে যান। আর তাদের সবার সম্মিলিত আলোচনায় এসে যায় রাজ্য রাজনীতি, কেন্দ্র রাজনীতি এবং বিশ্বের রাজনীতি। দীর্ঘ আলোচনা, তর্ক, গানের পরেও তাদের অসম্পূর্ণ জীবনের কথা যেন শেষ হয় না। আর এই পরাবাস্তবতার মধ্যেই পৃথ্বীশ অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে নাটকীয় সংঘটনগুলিকে একত্রিত করেছেন। অভিজিৎ অনুকামিনের নির্দেশনায় গোবরডাঙ্গা মুক্তধারা থিয়েটার গ্রুপ প্রযোজনা করে *লেডি ম্যাক্সওয়েল* নাটকটি। এই নাটকটির বিশেষত্ব এই যে, সঞ্জিতা প্রায় একক অভিনয়ের জোরে নাটকটিকে দাঁড় করিয়েছেন। আপাতভাবে ভালো মনে হলেও নাটকের দৃশ্য যত এগিয়েছে ততই লেডি ম্যাক্সওয়েলের ক্রুর চেহারা দর্শকের সামনে এসেছে। সে জানে ক্ষমতাই শুধুমাত্র পাল্টে দিতে পারে সবকিছু। ইচ্ছামত সবকিছুকে সাজিয়ে দিতে পারে ক্ষমতা। তাই ক্ষমতা থেকে সে সরে যেতে নারাজ। আর এমন সব বিবিধ বিষয়ে কখনোবা দর্শকের মনে লেডি ম্যাক্সওয়েলের প্রতি করুনা জন্মায় আবার তার প্রতি ঘৃণারও সঞ্চার হয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *শীতলপাটি* গল্পটিকে নাট্যরূপ দিয়েছেন আশিস গোস্বামী। নাটকটির নির্দেশনা এবং একক অভিনয় করেছেন সঞ্জিতা। নাটকে আমরা দেখি জ্যাঠামশাইয়ের স্নিগ্ধ মনোভাব হাজুকে গ্রামে আটকে রাখতে পারেনি। গ্রাম ছেড়ে সে হয়েছে শহরবাসী পতিতা। তবুও জ্যাঠামশায়ের প্রতি তার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। হাজুর বেঁচে থাকার অন্যতম কারণ জ্যাঠামশায়ের মত মানুষের স্নিগ্ধ ব্যবহার। শ্বশুরবাড়ি থেকে তাকে তাড়িয়ে দেয়, চোরের অপবাদে তার কাজ যায়, তাও জ্যাঠামশাই তাকে আগলে রাখেন। কিন্তু কতদিন আর জ্যাঠামশাইয়ের দয়ায় থাকা যায়। এই সমস্ত ঘটনাগুলিকে কয়েকটি পুতুলের সাহায্যে একক অভিন্যে সঞ্জিতা যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা আমাদের বহুদিন মনে থাকবে। এপ্রসঙ্গে অনীক প্রযোজিত *বুক ঝিম এক ভালোবাসা* নাটকটিতে শ্রমণ চট্টোপাধ্যায়ের একক অভিনয়ও মনে রাখা দরকার।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে *টেনিদা* নাটকটি লিখেছেন উজ্জ্বল মন্ডল, নির্দেশনা দিয়েছেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য। আমার আলোচ্য নাটকগুলির মধ্যে একমাত্র নির্ভেজাল হাসির নাটক হল টেনিদা। নাটকটি প্রযোজনা করেছে দৃশ্যপট । দৃশ্যপট *রসময়ীর রসিকতা*-র মত আরো একটি হাসির নাটকের মঞ্চায়ন ঘটিয়ে থাকে। দৃশ্যপটের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ নাটক *আগুনের বর্ণমালা।* টেনিদা, হাবুল, কেনারাম এবং ক্যাবলার কাণ্ডকারখানায় দর্শক নির্ভেজাল হাস্যরস উপভোগ করেছেন। ওপার বাংলার সেলিম আল দীনের *কিত্তনখোলা* নাটককে এপারে মঞ্চে সাজিয়েছেন সৌরভ পালোধী এবং তাঁর দল ইচ্ছেমতো। নাটকে ইদু আসে তার যাত্রাদল নিয়ে কিত্তনখোলা নদীর পাড়ে। যেহেতু ইদু দলের মালিক নটীদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি প্রেম-পিরিতির অধিকার শুধুমাত্র তার আছে। এবং এখানেই দাঁড়ায় নারীর সম্মানের প্রশ্ন। কিত্তনখোলা নাটক বহুমুখী লোকায়ত সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে।শংকর দেবনাথ এবং অনুজয় চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় এই নাটকের পরম প্রাপ্তি। সঙ্গীত এই নাটকের সম্পদ। শিব মুখোপাধ্যায়ের লিখনে অর্ণ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় নটধা প্রযোজনা *মহাভারত* ২ নাটকটি এই সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। ইতোপূর্বে নটধা মহাভারত এক নাটক মঞ্চস্থ করেছে এই শতাব্দীর প্রথম দশকে। বর্তমানে সামাজিক রাজনৈতিক বিষয়কে মাথায় রেখে নটধা *মহাভারত* ২-এর পরিকল্পনা করেছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 622 - 628
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মহাভারতের মতো বিভিন্ন বিচিত্র বিষয়কে সমসাময়িক করে তোলার মত কঠিন কাজ অর্ণ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সামলেছেন। এই নাটকের সংগীত এবং আলোর ব্যবহার দর্শককে মুগ্ধ করে রাখে। নটধার অন্যান্য নাটকের মতোই এই নাটকে অভিনেতাদের অ্যাক্রোবেটিক মুভমেন্ট সবার নজর কাড়ে। এছাড়াও অর্ণ মুখোপাধ্যায়, সোহিনী সরকার এবং অর্পণ ঘোষালের অভিনয় সবার মন জয় করেছে। অশোকনগর নাট্যমুখের প্রযোজনায় অংশুমান করের লেখা নাটক *ভেমুলার রামায়ণ,* নির্দেশনায় অভি চক্রবর্তী। এই সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নাটক এটি। রোহিত ভেমুলা ভারতবর্ষের পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতিনিধি। একইরকম ভাবে রামায়ণে নিম্নবর্গ মানুষের প্রতিনিধি শম্বুক। রামায়ণের উত্তরকান্ডে বা বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত শম্বুক চরিত্রকে মাথায় রেখে এই নাটকের উপস্থাপনা। নাটকের মধ্যে আমরা রোহিতের বন্ধু রিয়াজের মুখ থেকে শুনতে পাই ভারতবর্ষে নিম্নবর্ণের মানুষের প্রতি সরকার কতটা উদাসীন। যদিও এই নাটকের অভিনেতাদের পারদর্শিতার অভাব নাটকের গতিকে স্লথ করে দিয়েছে। সুমন সেনগুপ্তের পরিচালনায় চেতলা কৃষ্টি সংসদের প্রযোজনায় *আমার গান* নাটকটির মূল ভাবনা বিজ্ঞানের অপরিসীম গণ্ডী। পলাশ এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। সে দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতি তার অসীম ভালোবাসা তাকে মহাজাগতিক রহস্যের সন্ধান দেয়, যা একজন সাধারন মানুষ পায় না। সায়ন্তন এবং ময়ূখের অভিনয় এই নাটকের সম্পদ। সুমন সেনগুপ্তের চিত্রনাট্য রচনার কৌশলের মধ্যেই এই নাটকের কাহিনি গতি পেয়েছে। কলকাতা সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভিটির প্রযোজনায় ব্রেটোল বেখটের জীবন এবং রচনা অবলম্বনে সুমন মুখোপাধ্যায় নির্মাণ করেছেন *বেচারা বি.বি.* নাটকটি। ব্রেখটের জীবনকে এবং দর্শনকে সুমন মুখোপাধ্যায় নাটকে ধরার চেষ্টা করেছেন এবং এই কাজ তিনি করেছেন ব্রেখটের বিভিন্ন নাটকের অংশকে জুড়ে কোলাজ নির্মাণ করে। এটিকে আমরা ডকুমেন্ট্রি নাটক বললেও ভুল হবে না। এটি ব্রেখটের প্রতি সম্মান প্রদর্শন হিসেবেই আমরা দেখতে পারি। সংসৃতি প্রযোজনায় *ফ্যাতাড়ু* নাটকটিকে নতুন আঙ্গিকে মঞ্চায়িত করছেন দেবেশ চট্টোপাধ্যায়। সমাজের এই শ্রেণির প্রতিনিধিরা প্রতারিত, অত্যাচারিত। তাই তারা নানাভাবে তথাকথিত ভদ্রঅংশের মধ্যে প্রবেশ করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। নবারুণ ভট্টাচার্যের ফ্যাতাড়ুর কাহিনিগুলির মধ্যে সর্বত্র এই পিছিয়ে পড়া মানুষদের কথা বলা আছে। এই নাটকে জাদু বাস্তবতার প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি। আসলে যে কথাগুলি ফ্যাতাড়ুরা বলতে চায়, সেগুলি ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রান্তিক মানুষের কথা। সেজন্যই এই নাটক সমকালীনতার স্তর অতিক্রম করে চিরকালীনতার পথে যেতে চায়। এই নাটকে দেবেশ চট্টোপাধ্যায় নিজে অভিনয় করেছেন, একইসঙ্গে সৌরভ পালোধীও কবি পুরন্দর ভাটের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। রাহুল অরুনোদয় ব্যানার্জীর গল্প অবলম্বনে ইচ্ছেমতো প্রযোজনায় সৌরভ পালোধী করেছেন নতুন নাটক *যে জানলাগুলোর আকাশ ছিল।* দু-দশক আগের কলকাতার কোনো এক কলোনির সঙ্গে আজকের সেই কলোনির এবং সেই কলোনির চরিত্রদের মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়। কেউ কেউ নিজের অবস্থানে আজও আছে, কেউ বা অবস্থান বদলে ফেলেছে পরিবার-পরিজনকে ভালো রাখতে। ১৯৯৮ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত সময়কালকে ধরে সময়ের যে পটপরিবর্তনকে নাটকে দেখানো হয়েছে, তা আমার কৈশোর এবং যৌবনে প্রত্যক্ষ করা। নাটকটি নিশ্চিতভাবে কিছু রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথা বলে। কিন্তু আরও বলে time of span-এর দ্রুত বদলে যাওয়া, যা আমাদের সবাইকে নিজেরটা দেখতে শিখিয়েছে। আমরা কি আর একটু সামাজিক হতে পারি না? -- এই প্রশ্নই তুলে দেয় নাটকটি।

দেবাশিসের নাটকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলার আগে সাম্প্রতিক বাংলা নাটক সম্পর্কে দু-একটি বিষয় বলে নেওয়া দরকার। বর্তমান নাটকে প্রজেক্টরের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আজকের শাজাহান, মেফিস্টো, যে জানলাগুলোর আকাশ ছিল সহ বহু নাটকেই প্রজেক্টরের ব্যবহার হয়। একটি বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত আপত্তি আছে, সেটি হল নাটকের টিকিট নাট্যকারের নাম থাকছে না। যার নাটককে অবলম্বন করে মঞ্চায়ন সম্ভব হয়, তার নাম না থাকাটা বোধহয় কাম্য নয়। লক্ষ করলে দেখা যাবে লকডাউন পূর্ববর্তী এক দশকের নাটকের তুলনায় লকডাউন পরবর্তী সময়ে নাটকে বিষয়ে যেমন বৈচিত্র্য এসেছে, তেমনি প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা বেড়েছে। হয়তো থিয়েটারওয়ালারা লকডাউন পিরিয়ডকে কাজে লাগিয়েছেন, আরও উন্নতভাবে চিন্তাভাবনা করেছেন। কেন্দ্র বা রাজ্য দুটি ক্ষেত্রেই সরকার গঠনের পর একটা সময় তো লাগেই বিরোধিতাগুলি তৈরি হতে, সেটাও কিন্তু নাট্যকাররা কাজে লাগিয়েছেন।

> "এই মুহূর্তে দর্শন চৌধুরী বা দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের পরবর্তী যুগের কোনো গবেষক যদি আবার বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস লিখতে বসেন, তাহলে ২০১০ পরবর্তী বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস যে নামটি ছাড়া লেখা হওয়া প্রায় অসম্ভব, সেটি হল দেবাশিস। যে ব্যক্তিকে নিয়ে, কেবল তার রচিত ও নির্দেশিত নাটক দিয়ে একটি গোটা নাট্যোৎসব হয়ে যেতে পারে কলকাতা শহরে, যার নাটক দেখতে হলে ঢোকার জন্য একাডেমির পের্টিকো থেকে মেনগেট পর্যন্ত লাইন পড়ে দর্শকের, তিনি দেবাশিস।"[২]

উৎপল দত্তের *ফেরারী ফৌজ* নাটকটির নবনির্মাণ করেছেন দেবাশিস, প্রযোজনায় নৈহাটি নাট্য সমন্বয়। ইংরেজ অত্যাচারে বাঙালি বিপ্লবী অশোক চ্যাটার্জী মুখ খোলেনি। কিন্তু ইংরেজদের তৈরি করা ফাঁদে পা দিয়ে অশোক চ্যাটার্জি বাবা, মা, স্ত্রী, কন্যা, বিপ্লবী বন্ধুদের কাছে হয়ে উঠল বিশ্বাসঘাতক। ফেরারী ফৌজের মতো তাকে পালিয়ে বেড়াতে হল। এই দ্বন্দ্বসংঘাতময় জীবন বিপ্লবীদের জীবন। মৃত্যু এর চেয়ে অনেক বেশি আনন্দময়। তবুও মরতে পারবে না অশোকরা। অশোক চ্যাটার্জির ভূমিকায় বুদ্ধদেব দাস ছাড়াও দেবশঙ্কর হালদার, পার্থ ভৌমিকের অভিনয় সবার নজরে এসেছে। আরো বলতে হয় দেবাশিসের মঞ্চসজ্জায় মুন্সিয়ানার কথা। আলো-আবহ সমস্ততেই দেবাশিস নিখুঁত পরিকল্পনা করেন। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। দেবাশীষের যে ছটি নাটক নিয়ে আমরা আলোচনা করবছি তার মধ্যে অন্যতম *প্রথম রাজনৈতিক হত্যা।* বিভাস চক্রবর্তী প্রতিষ্টিত অন্য থিয়েটার প্রযোজনা প্রথম রাজনৈতিক হত্যা, নাটকটির নির্দেশনা দিয়েছেন দেবাশিস রায়। এই নাটকে আমরা দেখতে পাই আলিপুর মামলার রাজসাক্ষী বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে হত্যা করার দায়িত্ব নিয়ে কানাইলাল দত্ত শহীদ হয়। সেই কাহিনির সঙ্গে আজকের কাহিনিকে মেলাতে চেয়েছেন নির্দেশক। বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক নেতা সোমরাজকে বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইয়ের সঙ্গে একই স্থান দিতে চান নির্দেশক। নির্দেশক দেখাতে চান কানাইলালের মা সেদিন কানাইলালকে শহীদ হওয়ার মন্ত্রণা দেন, কানাইলালও শহীদ হন। কিন্তু আজকের মায়েরা শহীদ হওয়ার মন্ত্রনা দিলেও সন্তানরা শহীদ হওয়ার সাহস পায় না। এই বক্তব্যের মধ্যেই প্রথম রাজনৈতিক হত্যা নাটকটির সার্থকতা লুকিয়ে আছে। দেবাশিসের প্রত্যেকটি নাটকের মতোই মঞ্চসজ্জা এবং আলোকসজ্জা এই নাটকেও অসম্ভব সুন্দর। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নূরজাহান নাটকটি সম্পাদনা ও নির্দেশনা করেছেন দেবাশিস। থিয়েটার প্লাটফর্ম এই নাটকটির প্রযোজনা করেছে। নূরজাহান ভারত ইতিহাসের এক অন্ধকারময় চরিত্র। ক্ষমতার অলিন্দে বসবাস করে ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়ে উঠেছিল তার নিত্যকর্ম। ক্ষমতা হারানোর ভয় তার মনের জটিল পরিস্থিতিকে সামনে আনে এই নাটকে। এই নাটকে দেবাশিস নিজে অভিনয় করেছেন জাহাঙ্গীর চরিত্রে। একইসঙ্গে নূরজাহানের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রায়তি ভট্টাচার্য, শাহজাহানের ভূমিকায় রাজু ধর। নতুনদের প্রতি দেবাশিসের আস্থা বরাবরের। মঞ্চের ব্যবহারে দেবাশীষ যে নতুনত্ব দেখাচ্ছেন, যে পথ তৈরি করছেন, তা আগামী দিনে বহু নির্দেশকের পাথেয় হয়ে থাকবে। মানুষ এবং কীটপতঙ্গের সহবস্থানকে দেবাশীষ দেখিয়েছেন অন্য চোখে। থিয়েটার প্লাটফর্ম প্রযোজনায় দেবাশিসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নাটক *ঘরের মধ্যে বাড়ি।* যে বাবা বড় জাদুকর হয়ে উঠতে চেয়ে নিজের ছেলেকে মেরে ফেলেছিল, ভেবেছিল বাঁচিয়ে তুলতে পারবে ছেলেকে, মেরে ফেলার পর পারেনি বাঁচিয়ে তুলতে। সেই ব্যর্থ জাদুকর বাবা একটি পাঁজর খসে পড়া বাড়িতে আর পাঁচটা কীটপতঙ্গের সঙ্গেই বসবাস করে। রজত চক্রবর্তী উপন্যাস অবলম্বনে অনীক প্রযোজনা দেবাশীষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক *আক্ষরিক।* এই নাটকটি দেখার পর বিভাস চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন—

> "আমি দীর্ঘদিন থিয়েটার চর্চার মধ্যে দিয়ে থিয়েটারের অনেক কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছি। থিয়েটারের মধ্যে দিয়ে অনেক কিছু করা যায়। কিন্তু থিয়েটার দেবাশিসকে দিয়ে কী কী করিয়ে নেবে সেটা অকল্পনীয়।"[৩]

প্রথম বাংলার হরফ নির্মাতা পঞ্চানন কর্মকার এবং তার দাদা গদাধর ছেনি হাতুড়ি দিয়ে খোদাই করে অক্ষর নির্মাণ করেন। কিন্তু পঞ্চানন শ্রমের মূল্যের বদলে সম্মান চান। তাঁর মতে তিনি শ্রমিক নন, শিল্পী। আর এই ব্যঞ্জনাতেই আক্ষরিক নাটকটি গড়ে উঠেছে। এই একটি মাত্র ব্যঞ্জনাকে সম্বল করে একটি নাটককে দাঁড় করানোর কৃতিত্ব অবশ্যই অভিনেতাদের। এই নাটকের আলো এবং শব্দ প্রক্ষেপণ আমাদের মনে রাখতে হবে। মঞ্চে উপস্থিত সমস্ত অভিনেতারা তাদের তালজ্ঞানকে

ব্যবহার করে আমাদের ব্যস্ত রাখলেন বিষয় ভুলে আঙ্গিকে মনোনিবেশ করতে। এ নাটক না দেখলে বোঝা যাবে না থিয়েটার চর্চার কোন মাত্রায় দেবাশিস পৌঁছে গেছেন।

“ - আজকাল জীবন কেমন লাগে আপনার মোহাম্মদ?
- ভালোবাসার মতো করুন।
-আর মৃত্যু আপনার কেমন লাগছে নাদির?
-ঘেন্নার মতো উজ্জ্বল।”

(নাদির শাহ এবং মোহম্মদ শাহর কথপোকথন, উড়ন্ত তারাদের ছায়া)

ভারতবর্ষ আক্রমণকারী নাদির শাহ বিশ্বাস করে না কাউকেই। অন্যদিকে মুহাম্মদ শাহ ভারতের শাসনকর্তা নাদিরকে সবকিছু দিয়ে দিতে চায়। সে গান কবিতা আর বিশ্বাস নিয়ে বাঁচতে চায়। নাটকের শেষে আমরা দেখি নাদির শাহ তার নিজের ছেলে রেজাকলিকেও বিশ্বাস করে না। এমনকি তার নিজের ছেলের চোখ উপরে নেয়। তখন তার মনে পড়ে মোহম্মাদ শাহের কথা। নাদির বুঝতে পারে ভারতবর্ষের মহত্ব কোথায়। *উড়ন্ত তারাদের ছায়া* নাটকে এই দেশ বিশ্বাসের দেশ। নাদির শাহের ভূমিকায় সঞ্জীব সরকার এবং মোহম্মদ শাহর ভূমিকায় তথাগত চৌধুরীর অভিনয় দীর্ঘদিন মনে রয়ে যাবে। দেবাশীষ আসলে রাজনৈতিক হিংসার পরিবর্তে বিশ্বাসটুকু ফেরাতে চান। উড়ন্ত তারাদের ছায়ারা নেমে আসুক হিংস্র মানুষগুলোর উপর, তাদেরও বিশ্বাসের জন্ম হোক।

দেবাশিসের সফল প্রযোজনার অংশ অবশ্যই অভিনেতা, তারকা নয়। দেবাশিস কি তা বলে তারকাদের সঙ্গে কাজ করেন না? করেন। কিন্তু তুলনামূলকভাবে অনামী, অল্প নামী শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করায় তার আগ্রহ বেশি। আক্ষরিকের আগে কতজন চিনত সৌমেন চক্রবর্তীকে? রাজু ধর বা সায়ন্তন দেবাশিসের হাত ধরেই থিয়েটারের তারকা হয়ে উঠেছে। দেবাশিস জানেন মঞ্চের কোন অংশকে কখন কীভাবে ব্যবহার করতে হয়। মঞ্চের সামনের করিডোর থেকে শুরু করে দুপাশের সিড়ি, উইন্ডস্ক্রিন, এমনকি পর্দা পর্যন্ত দেবাশিস ব্যবহারের পরিকল্পনা করে রাখেন। দেবাশিসের মঞ্চশয্যায় ব্যবহৃত হয় ছেঁড়া মশারি, ছেঁড়া জাল, খড়, বাঁশ, পাটের দড়ি, ছেনি, হাতুড়ি, ইট, বালির মতো সাধারণ দ্রব্য। আলোকসজ্জায় দেবাশিসের মুন্সিয়ানার পরিচয় আমরা পেয়েছি প্রায় সব নাটকেই। দেবাশিস আলো নিয়ে খেলা করতে জানেন। স্পটলাইটের ব্যবহার, আলোয় রঙের ব্যবহার, মঞ্চে আলোআঁধারি পরিবেশ তৈরি - সমস্ত কিছুতেই দেবাশিস পারদর্শী। উড়ন্ত তারাদের ছায়া এবং নূরজাহানে আলোর ব্যবহার সবাইকে মুগ্ধ করে। দেবাশিসের সংগীতের ব্যবহার, বিষয় অনুযায়ী সংগীতের প্রয়োগ এবং সংগীত প্রয়োগ করে দর্শককে মোহাচ্ছন্ন করে রাখার কৌশল সমকালীন অন্যান্য নির্দেশকদের কাছে অধরা রয়ে গেছে। উড়ন্ত তারাদের ছায়া নাটকে *আল্লাহ আল্লাহ কা মাজা* গানে বা আক্ষরিকে ছেনি হাতুড়ির ঠকাস-ঠক শব্দে দর্শক মোহিত হয়ে পড়ে। আসলে সমকালীন কোন নির্দেশক হয়ত নাটকের বক্তব্যে জোর দেন, কেউবা সঙ্গীতে জোরে দেন, কেউবা মঞ্চশজ্জায় জোর দেন আবার কেউবা আলোকসজ্জায় জোর দেন। কিন্তু দেবাশিস এই সবগুলিতেই নিজের শিক্ষা অনুযায়ী পরিকল্পনা করেন এবং বাস্তবায়ন করেন। তাই তিনি এই সময়ের শ্রেষ্ঠ নাটক নির্দেশক। বিভাস চক্রবর্তীর থিয়েটার দেখে দেবাশিসের প্রথম মনে হয়েছিল তাঁকেও নির্দেশক হতে হবে। এজন্য তার মনে হয়েছিল নির্দেশনার পাঠ তাকে জীবন থেকেই নিতে হবে। চলে যেতেন শান্তিনিকেতনে বিদেশীদের সঙ্গে, বাউলদের সঙ্গে সময় কাটাতেন। কলকাতায় ভিন রাজ্যের ভিনদেশের থিয়েটার এলে ছাড়তেন না। এমনকি সংগীতের অনুষ্ঠানও তিনি দেখতে যেতেন বাবার অমতে। শিখেছেন কালারিয়াপাত্তু, ছৌ নাচ, তলোয়ার চালানো। আর তার জীবন দর্শন বলে, আর্টকে পলিটিকালাইজড করা একটা ক্লিশেড কালচার। তাই তিনি অন্যদের থেকে আলাদা, তাই তিনি এত সফল।

Reference:

১. দেব, সংহিতা, ‘এ জগত মহা হত্যাশালা’ - বক্তব্য প্রকাশে ভিট্টন নাট্য, সময় Updates - ২৩. ০৯. ২০২৪
Taken from : https://samayupdates.in/top-five/bengali-theatre-vitton 11.02pm 21.06.2025

২. ধাড়া, রাজর্ষি, উড়ন্ত তারাদের ছায়া : বাংলা নাট্যমঞ্চে মুঘল ইতিহাস ও ‘বিশ্বাস’-এর উদযাপন, বঙ্গদর্শন : ইতিবাচক বাংলা, ২৫. ০১. ২০২৪

Taken from : https://www.bongodorshon.com/home/story_detail/theatre-review-of-uranta-tarader-chhaya-directed-by-debasish 01.12 am 24. 06. 2025

৩. সত্যজিৎ, দেবাশিস রায়ের নতুন নাটক ‘আক্ষরিক’ মঞ্চস্থ হল আজ অনীক প্রযোজনায়, সম্পাদক : সত্য জিৎ। থিয়েটার ফোরাম ওয়েব ম্যাগ, ০৩. ১০. ২০২৩

Taken from : https://natyamebo.blogspot.com/2023/10/theatre-forum.html 12. 20 pm 24. 06. 2025